কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়

Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya (বাঘডোগরা, পশ্চিমবঙ্গ)

দর্শন বিভাগ (Department of Philosophy)

নীতিবিদ্যার স্বরূপ

The Nature of Ethics: একটি বিস্তারিত দার্শনিক বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক সমীক্ষা

প্রস্তুতকারক (Prepared By)

বিবেকানন্দ হোড়

দর্শন বিভাগ • কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষামূলক গবেষণা নিবন্ধ • নীতিদর্শন ও তত্ত্বীয় অন্বেষণ

নীতিবিদ্যার স্বরূপ: সংজ্ঞা, পরিধি, পদ্ধতি ও তাৎপর্য

মানবজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় এবং কর্তব্যবোধের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত কোনো ব্যক্তির ত্যাগ ও পরার্থপরতাকে প্রশংসা করি, স্বার্থপরতা বা প্রবঞ্চনাকে নিন্দা করি, কিংবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা নিয়ে গভীর সংশয়ে নিপতিত হই। সাধারণ দৃষ্টিতে উচ্চারিত এই সমস্ত মূল্যায়নকারী বাক্য নিছক বাহ্যিক ঘটনার বিবরণ নয়; বরং এগুলি মানব আচরণের অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্যের প্রকাশ। দর্শনের যে শাখা মানুষের এই নৈতিক বিচার, আচরণের মানদণ্ড এবং জীবনের পরম আদর্শের বিচারমূলক ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান চালায়, তাকে **নীতিবিদ্যা** বা **নীতিদর্শন** (Ethics or Moral Philosophy) বলা হয়। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ইংরেজি 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ '*Ethos*' থেকে, যার অর্থ হলো মানুষের স্বভাব, চরিত্র বা সামাজিক রীতি-নীতি। আবার ল্যাটিন শব্দ '*Mores*' (যার অর্থ সামাজিক প্রথা বা অভ্যাস) থেকে এসেছে 'Moral' বা 'Morality' শব্দটি। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত ও দার্শনিক অর্থে নীতিবিদ্যা হলো মানবচরিত্র এবং আচরণের ঔচিত্য বিষয়ক এক তাত্ত্বিক শাস্ত্র।

১. নীতিবিদ্যার লক্ষণ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা

নীতিবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনের জন্য প্রখ্যাত নীতিদার্শনিক উইলিয়াম লিলি (William Lillie) তাঁর আকর গ্রন্থ '*An Introduction to Ethics*'-এ যে অবিস্মরণীয় কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা দর্শনের ইতিহাসে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। লিলি লিখেছেন:

> "*Ethics is the normative science of the conduct of human beings living in societies—a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way*."
> (অর্থাৎ, "নীতিবিদ্যা হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ অথবা অনুরূপ কোনো ধারায় মূল্যায়ন করে।")

লিলির এই সর্বজনীন সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দ নীতিবিদ্যার স্বরূপের এক একটি মৌলিক স্তম্ভ নির্দেশ করে:

- **নীতিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান (A Science):** বিজ্ঞান বলতে বোঝায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এক সুশৃঙ্খল, প্রণালীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। সাধারণ মানুষের এলোমেলো ধারণার বিপরীতে বিজ্ঞান সত্যকে বিধিবদ্ধ নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে। নীতিবিদ্যাও মানব আচরণ ও ঔচিত্যবোধকে কতকগুলি সুসংগত নীতিমালার আলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্লেষণ করে।
- **বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বনাম আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive vs. Normative Science):** এটি নীতিবিদ্যার সর্বপ্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের মতো বিষয়নিষ্ঠ বা বর্ণনামূলক বিজ্ঞানগুলি (Positive Sciences) জাগতিক বিষয়সমূহ যেভাবে বাস্তবে অবস্থান করে, হুবহু তারই বর্ণনা ও কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। তাদের মূল জিজ্ঞাসা হলো: "ঘটনাটি কী রূপ?" (What is the case?)। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী কোনো বিষাক্ত উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় বর্ণনা দেন, কিন্তু উদ্ভিদটি 'ভালো' না 'মন্দ'—তা নিয়ে কোনো মূল্যবিচার করেন না। অপরদিকে, নীতিবিদ্যা হলো একটি **আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান** (Normative Science)। এর কাজ বাস্তব ঘটনা কেমন তা কেবল বর্ণনা করা নয়, বরং কেমন হওয়া উচিত তার আদর্শ বা মানদণ্ড নির্ণয় করা। এর প্রধান প্রশ্ন: "আচরণ কেমন হওয়া উচিত?" (What ought to be the case?)। যুক্তিবিজ্ঞান সত্যের (Truth) আদর্শে চিন্তাকে এবং নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্যের (Beauty) আদর্শে রূপকে বিচার করে; তেমনি নীতিবিদ্যা পরম কল্যাণের (Supreme Good) আদর্শে মানুষের ঐচ্ছিক আচরণকে বিচার করে।
- **নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়: মানুষের আচরণ (Conduct):** নীতিবিদ্যার ক্ষেত্র মানবদেহের যে কোনো নড়াচড়া বা জৈবিক ক্রিয়া নয়। রক্তসঞ্চালন বা চোখের পলক ফেলার মতো অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার বিচার্য নয়। নীতিবিদ্যার একমাত্র আলোচ্য হলো মানুষের **ঐচ্ছিক আচরণ** (Voluntary Action)—যা মানুষের স্বাধীন সংকল্প ও পছন্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- **সমাজে বসবাসকারী মানুষ (Human Beings Living in Societies):** এরিস্টটল তাঁর পলিটিক্স গ্রন্থে বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি সমাজে বাস করতে অক্ষম, অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় যার সমাজের প্রয়োজন নেই, সে হয় এক পশু, নয়তো ঈশ্বর।" সম্পূর্ণ সমাজবিবিক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিনিষেধের প্রয়োগ অকার্যকর। সমাজেই নৈতিক সম্পর্কের জন্ম—যেখানে অন্যের প্রতি কর্তব্য, অপরের অধিকারের স্বীকৃতি এবং আত্মোৎসর্গের সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

২. নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয়: ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অঙ্গ ও স্বরূপ

নীতিবিজ্ঞানে কেবলমাত্র সেই সকল ক্রিয়া নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত। এই প্রসঙ্গে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে দুটি প্রধান ভাগে লক্ষ্য করা যায়:

1. **সংকল্পমূলক ক্রিয়া (Deliberate Action):** যেখানে কোনো লক্ষ্য স্থির করে, বিকল্প উপায়সমূহের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে, সংকল্পের মাধ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া হয়।
2. **অভ্যাসজাত ক্রিয়া (Habitual Action):** দীর্ঘদিন বারবার অনুশীলনের ফলে যা প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, তবুও মানুষ সচেতন চেষ্টার দ্বারা তা বর্জন বা পরিবর্তন করতে পারে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কোন অংশটি প্রকৃত নৈতিক বিচারের মূল বিষয়—তা নিয়ে নীতিদর্শনে সুদীর্ঘ বিতর্ক বিদ্যমান। কান্ট মনে করেন, বাহ্যিক কর্ম বা ফলাফলের কোনো নৈতিক মূল্য নেই; কেবল **সদিচ্ছা** (Good Will)-ই নিঃশর্তভাবে ভালো। অপরদিকে মার্টিনো (James Martineau) মনে করেন, ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা প্রেষণা (Motive)-র উচ্চতা বা নীচতার ওপরই ক্রিয়ার ভালোত্ব নির্ভর করে। উপযোগিতাবাদীরা আবার ক্রিয়ার বাহ্যিক ফলাফলকে প্রধান মনে করেন। তবে উইলিয়াম লিলি প্রমুখ আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে, প্রেষণা (Motive), সংকল্প বা উদ্দেশ্য (Intention), মানসিক উদ্যম এবং বাহ্যিক ফলাফল—সব মিলিয়ে ক্রিয়াটি একটি অখণ্ড সামগ্রিকতা (Organic Whole); তাই সামগ্রিক ক্রিয়াটিই নীতিবিদ্যার যথাযথ বিচার্য বিষয়।

৩. তিনটি পরম আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের রূপরেখা

মানবমনস্তত্ত্বের তিনটি প্রধান বৃত্তি রয়েছে: বুদ্ধি বা জ্ঞান (Cognition), অনুভূতি (Affection), এবং ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি (Conation)। এই তিন বৃত্তির পরম তৃপ্তির জন্য তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে:

মানসিক বৃত্তি	আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান	নিয়ামক পরম আদর্শ (Norm/ Ideal)	অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র
জ্ঞান / চিন্তা (Cognition)	যুক্তিবিজ্ঞান (Logic)	সত্য (Truth)	যুক্তির বৈধতা, অবরোহ ও আরোহ অনুমানের নিয়মাবলি
অনুভূতি (Feeling)	নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)	সুন্দর (Beauty)	শিল্পকর্ম, প্রাকৃতিক লাবণ্য ও নান্দনিক মূল্যায়ন
ইচ্ছা / প্রবৃত্তি (Conation)	নীতিবিদ্যা (Ethics)	মঙ্গল বা কল্যাণ (Good / Right)	সমাজে বসবাসকারী মানুষের চরিত্র, ঐচ্ছিক আচরণ ও কর্তব্য

৪. সংলগ্ন অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে নীতিবিদ্যার প্রভেদ

নীতিবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে এর সীমারেখা জানা আবশ্যক:

- **নীতিবিদ্যা বনাম মনোবিজ্ঞান:** মনোবিজ্ঞান হলো একটি বিষয়নিষ্ঠ বা ইতিবাচক মানসিক বিজ্ঞান। এটি মনের বাস্তব প্রক্রিয়াগুলি (যেমন—কামনা, প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, স্মৃতি) কীভাবে উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু নীতিবিদ্যা কেবল মানসিক ক্রিয়ার উৎস অনুসন্ধান করে ক্ষান্ত থাকে না; বরং সেই মানসিক সংকল্প পরম কল্যাণের মানদণ্ডে ন্যায্য কি না, তার মূল্যায়ন করে।
- **নীতিবিদ্যা বনাম সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব:** সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন কোন সমাজে কী কী প্রথা প্রচলিত ছিল তার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও বর্ণনা করে। ওয়েস্টারমার্কের (Westermarck) ইতিবাচক নীতিবিজ্ঞান (Positive Science of Morals) সমাজের প্রথাগত ধারণার বিবরণ দেয়। কিন্তু কোনো প্রথা প্রচলিত থাকলেই তা নৈতিকভাবে সংগত কি না—সেই যুক্তিসম্মত উত্তর খোঁজা কেবল নীতিবিদ্যারই কাজ।

- **নীতিবিদ্যা বনাম ধর্মশাস্ত্র:** ধর্ম নৈতিক বিধিনিষেধকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ বা শাস্ত্রের অনুশাসন হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু নীতিবিদ্যা একটি যুক্তিনির্ভর দার্শনিক অন্বেষণ। কোনো কাজ ঈশ্বর আদেশ করেছেন বলেই কি তা ভালো, নাকি ভালো বলেই ঈশ্বর তা আদেশ করেছেন—এই মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা নীতিবিদ্যা স্বাধীন যুক্তির আলোকে সম্পন্ন করে।
- **নীতিবিদ্যা বনাম রাষ্ট্রীয় আইন:** আইন মানুষের কেবল বাহ্যিক আচরণের ওপর জোর দেয় এবং রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধির ভয় দেখিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মানুষ মনে মনে তীব্র বিদ্বেষ বা লোভ পোষণ করেও আইনত নির্দোষ থাকতে পারে। কিন্তু নীতিবিদ্যা মানুষের অন্তঃকরণের শুচিতা, সংকল্পের বিশুদ্ধতা এবং চরিত্রের আন্তরিক উৎকর্ষ দাবি করে।

৫. প্রধান নৈতিক তত্ত্বসমূহ

নৈতিক মানদণ্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানত চারটি দার্শনিক ধারার উন্মেষ ঘটেছে:

1. **পরিণামবাদ বা উপযোগিতাবাদ (Teleological Ethics / Utilitarianism):** জেরমি বেন্থাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যে ক্রিয়ার পরিণামে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ বা আনন্দ উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়াই নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ। ক্রিয়ার ফলাফলই এর ভালোত্বের নির্ণায়ক।
2. **কর্তব্যবাদ (Deontological Ethics):** ইমানুয়েল কান্টের মতে, পরিণাম বা ফলের দিকে তাকিয়ে নয়, বরং কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। নিঃশর্ত আদেশ (Categorical Imperative) অনুযায়ী সৎসংকল্প থেকে উদ্ভূত কর্মই প্রকৃত নৈতিক কর্ম।
3. **স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism):** বিশপ বাটলার, রিচার্ড প্রাইস ও ডব্লিউ. ডি. রস মনে করেন, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা অহিংসার মতো মৌলিক কর্তব্যগুলির ঔচিত্য আমরা কোনো জটিল যুক্তিজাল ছাড়াই সাক্ষাৎ উপলব্ধির (Moral Intuition) মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি।
4. **সদ্‌গুণ নীতিবিদ্যা (Virtue Ethics):** এরিস্টটলের প্রদর্শিত এই পথে কেবল বাহ্যিক নিয়ম পালন নয়, বরং মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ বা চরম সার্থকতা (Eudaimonia) অর্জনের লক্ষ্যে চরিত্রে স্থায়ী সৎগুণাবলি (Virtues) গঠনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. নৈতিকতার ক্রমবিকাশের স্তরবিন্যাস

নৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশকে নীতিদর্শনে তিনটি প্রধান ধাপে চিহ্নিত করা হয়:

- **১. প্রবৃত্তি বা সহজাত সংস্কারের স্তর (Level of Instinct):** এটি আদিম স্তর, যেখানে জীব বা মানুষ কোনো গভীর বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ক্ষুধা, আত্মরক্ষা বা বংশবৃদ্ধির অন্ধ জৈবিক তাড়নায় ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই স্তরের আচরণ মূলত প্রাক্-নৈতিক।
- **২. সামাজিক প্রথা বা রীতির স্তর (Level of Custom):** এই স্তরে ব্যক্তি সমাজের পূর্বপুরুষদের অনুসৃত অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান ও সমাজসম্মত প্রথাকেই অন্ধভাবে নৈতিক নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করে। এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে গোষ্ঠীগত ঐক্যের দাবি প্রবল থাকে।
- **৩. আত্মচেতনা বা বিবেকের স্তর (Level of Conscience):** এটি নৈতিক চেতনার সর্বোচ্চ চূড়া। এই স্তরে ব্যক্তি সমাজের প্রচলিত আচারকে বিচারহীনভাবে মেনে না নিয়ে নিজের যুক্তিবোধ ও অন্তর্বিবেকের আলোকে পরীক্ষা করে। প্রচলিত ভুল সংস্কার ও অন্যায্য রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি এক সার্বজনীন কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ হন। সক্রেটিস, বুদ্ধ বা চৈতন্যের জীবন এই বিবেকজাত নৈতিকতার চিরন্তন নিদর্শন।

৭. মানবজীবনে নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক মূল্য

অনেকে মনে করেন যে নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেই মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চরিত্রবান হয়ে ওঠে না; কারণ চরিত্র নির্ভর করে দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও মানসিক শক্তির ওপর। এই কথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও নীতিবিদ্যার অধ্যয়ন মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য:

1. **দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও সংস্কারমুক্তি:** নীতিবিদ্যা সংকীর্ণ গোঁড়ামি, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও ভ্রান্ত কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করে এবং বিচারবুদ্ধিকে শাণিত করে জটিল নৈতিক সংকটে সুষম পথ নির্দেশ করে।
2. **সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণ:** সমাজের পুরাতন অবিচারমূলক প্রথা (যেমন—দাসপ্রথা, জাতিভেদ বা অমানবিক নির্যাতন) বিলুপ্তির পেছনে নীতিদার্শনিকদের যুক্তিবাদী বিবেচনার অবিসংবাদিত অবদান রয়েছে।
3. **চরিত্রগঠন ও আত্মোপলব্ধি:** মানুষের অন্তরের বিশৃঙ্খল কামনা-বাসনাকে এক সুসংগত কল্যাণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলাই নীতিবিদ্যার চরম আহ্বান।

উপসংহার

সারসংক্ষেপে বলা যায়, নীতিবিদ্যা হলো মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশক বিজ্ঞান। এটি নিছক কতকগুলি বিধিনিষেধের শুষ্ক তালিকা নয়; বরং মানুষের জীবনের অর্থ, পরম লক্ষ্য এবং সার্থকতার যুক্তিসম্মত তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। ব্যক্তিজীবনকে আত্মকেন্দ্রিকতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বমৈত্রীর প্রশস্ত রাজপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যার কোনো বিকল্প নেই। বিবেকালোকে উদ্ভাসিত এই আদর্শনিষ্ঠ শাস্ত্র মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল, প্রজ্ঞাবান ও দায়বদ্ধ সমাজজীবনের সন্ধান দিয়ে এক শাশ্বত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও আকর সূত্র:

১. Lillie, William. *An Introduction to Ethics*. Methuen & Co. Ltd., London, 1948.

২. Mackenzie, J. S. *A Manual of Ethics*. University Tutorial Press, 1929.

৩. সেনগুপ্ত, ড. প্রমোদবন্ধু. নীতিবিজ্ঞান. ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

৪. মিত্র, ড. সমরেন্দ্রনাথ. নীতিবিদ্যা. শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।

৫. দর্শন বিভাগ, কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় (Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya), বাঘডোগরা, পশ্চিমবঙ্গ।